০৫.১২.০৬

কোন বিকল্প নেই তোমাকে ভালোবাসা ছাড়া
আকাশের ছাদ ফুঁড়ে গেছে স্যাটেলাইটের জড়োয়া
সেদিকে তাকিয়ে ভাবি কোনটাতে যুক্ত
তোমার মোবাইল - ভালো আছে তো সে?
প্রতিদিন জোছ্নার প্রার্থনা করি, ওরা যেন
চাঁদের আলো খেয়ে সুস্থ থাকে।
তোমার নিঃশ্বাস, ত্বকের ঘ্রাণ, আমার কল্পনাকে
বিবশ করে তোলে। মুঠোফোনে গান, এসএমএস,
এমএমএস আরও কত কি!
রক্তমাংসের তোমাকেও যদি প্যাকেট করে পাঠাতো
আমার কাছে একটিবার স্যাটেলাইট সিগন্যাল,
সেলফোনে! শুধু কণ্ঠে মন ভরে না। আমি প্রযুক্তির
অযোগ্য, ভালো লাগে না বার্তা খেলা। আমার
তোমার আধখোলা ঠোঁট পেতে ইচ্ছে করে,
টোপাকুলের মতো আঙ্গুল, দাঁতের ফাঁকে ঝুলে থাকা
দুষ্টু হাসি ভীষণ মিস্ করি। তবু জানি চলবে এই
ফোন-নেটের রাজত্ব প্রতিদিন, তুমি হবে না হাজির
সশরীরে ভেঙ্গে বাধার গ্রানাইট, আমার ভালোবাসা
করবে বিনিময় স্যাটেলাইট; মেনে নেই।
তোমাকে ভালোবাসা ছাড়া এ হৃদয়ের কোন বিকল্প
কাজ নেই ইসাবেলা - অনিচ্ছাসত্বেও চলছে চলবে
ঘন ঘন ফ্লেক্সিলোড এন্ড লগ্ ইন এর ধুম
অফিসে চায়ের বিরতিতে, দারুন একার গোধূলী বেলায়।
'হ্যালো' এতেই শান্তি আমার তুমুল 'পিপাসায়'।

০৯.১২.০৬

ইসাবেলা, তোমার বুকে প্রিয় চিতা গুঁজে দেয়
আদরের দাঁত- আমার ঈর্ষা হয়।
বুদ্ধকে ঘর ছাড়া করার মতো ভরা জোস্নায়,
তুমি সেই পুরানো এঁদো বিছানায়, রচছো সঙ্গমের
ততোধিক জীর্ণ সারাৎসার;
আমার দুঃখ হয়। সাড়ে চার হাজার রাত্রির,
দু'হাজারবার দেহ বিনিময়, কি হয় ইসাবেলা?
যে চিতা চেনেনি সঙ্গীতের সাতসুর, করেনি কখনো
কবিতার মধুপান, সে যত বড় বাজিমাতকারী-ই হোক,
আমার কাছে দেহবাদী এক দস্যু ছাড়া আর কিছূই নয়।
প্রেমে দেহ থাকে সে সাথে না জুড়লে মনের খোরাক,
বনজ অষুধের মতো তা দেহজ অস্থায়ী তত্ত্ব।
তুমি ভাববে ঈর্ষায় আমার এসব মন টলানো উচ্চারণ
অথবা বিষোদগার। আসলে ইসাবেলা, এই যে মানিয়ে
নেবার খেলা খেলছো অহর্নিশ, আমি তার রূপ দেখি,
শিউরে উঠি - তারপর ভাবি আমার কপালে লবডঙ্কা
শুধু শুধু ফেলছি নাগিনীর বিষাক্ত শিস্,
তোমার সুখের সংসারে, চিতা তোমার হাড় চুষে খাক্,
তুমি তো ভাবছো নিজেকে সুখী (!), তাতে আমার মতো
দুষ্টু শকুনের অশুভ কামনায়, তোমার কি?

২১.১২.০৬

সত্যকে আড়াল করি কিংবা করার চেষ্টা করি-
খুব ব্যস্ততা দিনভর,
রাতেও মুঠোফোনে দৌড়ে বেড়ায় অফিস।
শরীরের ভাঁজে, ভাঁজে ক্লান্তির হাড়ু ডু,
আমার দু'চোখ সেঁটে আসে ঘুমে।
পিসি'র স্ক্রীনে ধরে রাখা দৃষ্টি,
প্রতি মুহূর্তের 'হ্যালো' তে ধ্বনিত গ্রাহকসেবা,
ঊর্ধ্বশ্বাস লাঞ্চ, প্রার্থনা- এতকিছুর মাঝেও
তুমি এক সেকেন্ডের জন্যেও আমার লঘু-গুরু
কোন মস্তিষ্ক থেকেই বিশ্রামে যাও না।
ইসাবেলা,জানাজানির ভয়ে তোমার নাম্বারটাও সেভ করি না,
মুখস্থ করি ডায়াল, এত ব্যস্ত আমি মন অন্য কোথাও
রাখতে পারি তা শত্রুও ভাববে না, কাছের মানুষ তো অনেক
পরের ব্যাপার -এতসব অ্যালিবাই এর পেছনে আসলে আমি
আমাকে গোপন করি অথবা তোমার প্রতি বয়ে চলা আমার
'ভালোবাসা' কে । ইসাবেলা, আমার ভবিষ্যত নেই,

বর্তমান কি তুমি স্বপ্নেই থাকবে?
মেডুলাবাহী অনুভব না হয়ে এসো দৃষ্টির সীমানায়,
দুঃখের ঊর্মিতে আলোড়িত আর্শিতে আমি
উদ্বায়ী গামছা বেঁধে না হয় আরেক আয়ু তোমার সাথে
স্ব বা পরকীয়ার কানামাছি খেললাম!

১২.০২.০৭

অচ্ছুতের জীবন কাটে
লাশকাটা ঘরে পড়ে আছি, সারি সারি ঠান্ডা দেহ
অভিব্যক্তিহীন মুখ
ইসাবেলা, তোমার স্পর্শে কেটে যাবে শৈত্য
এই আকাঙ্ক্ষায়-
রোমকূপ, কোষ
উন্মুখ

২৪.০২.০৭

ভুল ভালোবাসায় তরঙ্গায়িত শোণিত
সাহসের অভাবে লাশের জীবন বহমান
আহ্, আমি যদি নিজের অধিকার করতে
পারতাম হনন, দাঁড় কাকের কণ্ঠে
তাবিজ করে ঝুলিয়ে দিতাম
অধমের মৃত্যুগীত;
সেই গান শুনে তুমি কি আসতে?
আমার নষ্ট হাড়ের দেহখানি
কর্কশ পুড়তো, তোমার অমূল্য দু'ফোঁটা অশ্রুতে
চিতা জুড়াতো, দ্বিধা থাকতো না
অনন্ত নভঃতে ছাই হয়ে ভাসতে।

২৪.০২.০৭

কাফন পরে নেব, কুরে কুরে খেতে খেতে
আপাদমস্তক পচন, বাকী কেবল
শীর্ণ দুখানি হাত
ভাবছি সেগুলোও খুবলে নেই, নিজেরই
দুর্গন্ধ দাঁতে!
শেষ বাঁশীর আগে জন্ম পরিচয়- আমি তো
নষ্ট ভ্রুণ ছিলাম না, মানব-মানবীর
প্রেমময় উল্লাসেই লিখিত আমার জন্মকথন।
তবে কেন এমন হয়-দু'ভাগ জল একভাগ স্থলের
কণাবিন্দুও কেন আমার নয়?
আমাকে নষ্ট হতে দাও
মৃত্যু ছুঁতে দাও
গহীন জলে ডুব দেই
নিঃশ্বাস আটকে ঢুকুক জল
কেন বারেবারে আশ্বাসের হাত বাড়াও
আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে
কেন করো এমন
মর্মান্তিক ছল!

২৪.০২.০৭

ঐ যে রিকশাওয়ালা, রগ বের হওয়া পেশি
সে ও অনেক মূল্যবান - তার উপর নির্ভর করে
হয়তো পরিবারের আরও পাঁচজন বেঁচে আছে,
সে সমাজকে শুদ্ধ রোজগারের পবিত্রতা দেয়।
আমি, এই আস্ত আমি, ভাঙ্গা আমি
জন থেকে জনে স্বার্থপরতার এক অবিনাশী কাহিনী
ছাড়া কিছুই দিতে পারিনি। ভালো সন্তান, বোন, প্রেমিকা,
বউ, বন্ধূ কোনোটাই হতে পারিনি। মাঝে মাঝে মোহর করা
বিবেক জাগে, মনে হয় এই বাঁচার কি আদৌ
প্রয়োজন আছে!
'দুঃখ বিলাস' বলে ভ্রম হয়, পেছনে চিরদুঃখী মা'র
দু'চোখ নাচে; পুরো ব্রহ্মান্ডে আমার এটুকুই দুর্বলতা।
পড়তে পড়তে পতনের শেষধাপে নিজেকে হ্যাঁচকা টানে
আবার জাগাই হয়তো নিজের প্রতি ভালোবাসার আঁচে
আমার মৃত্যু নেই,- 'মা' কে করে নেই উসিলা মাত্র।

২৪.০২.০৭

এসো সুন্দর, খোলা দেহবন্দর
বসো শরীর জুড়ে
ভেড়াও নাও, এত কাছে এসে
যায় না দূরে, অভিমানে সরে

২৪.০২.০৭

অণুতে ভাঙ্গি, তারপর
পরমাণু
ভুল করি, ক্ষমা চাই হয়ে
নতজানু
ভাঙ্গা, ক্ষমা, ভুল, দহন
চলে চক্র
পরমাণু থেকে ইলেকট্রন-প্রোটন
চলে চক্র
কার ঘরে কে? শক্তি- শক্তিকে চায়
চলে চক্র
পরিযায়ী মন স্থির হয়ে যায়
হরিণী চঞ্চলতা পেছনে ফেলে
আবার 'অণু'তে প্রত্যাবর্তন
কেউ যদি অবারিত করে বক্ষ
ডাকে প্রেমে-ভালোবাসায়
সময় তখন
অন্যরকম, বাঁধা পড়ে ভালোলাগার
চক্র চরকায়

০৮.০৩.০৭

পাপের কথা শোনাও, কাগজসিদ্ধ সম্পর্কে ছড়িয়ে না দিলে
শরীরি বাঁকের ইতিকথা - পাপ হয়। কোকিলের বসন্ত আবাহনে
মনে পড়লে তোমার কথা, পাপ হয়; রক্তের শ্বেতশণিকায় লাগলে
আগুন তোমার জন্যে, পাপ হয়। ভালো না বেসে
পাপের দোহাই কাটাবার জন্যে করলে ভন্ডামী পৃথিবী ঠিকঠাক
সমাজ আমার পকেটে, পরিবারের দেঁতো হাসি সব সহজ উপহার।
মনের বিরুদ্ধে মুনাফেকিতে আমার বিবেক বিদ্ধ হয়,
ভালোবাসা হয় লাঞ্ছিত - নিজের হৃদয়ের কাছে লজ্জিত থাকা
অবনমিত শিরে চলা -এর চাইতে বড় 'পাপ' আর কি হয়?

০৮.০৩.০৭

দিন নামছে রাতের বুকে বিশ্রামের সুখে
আমার স্তনবৃন্ত তোমার কারণে অবিশ্রান্ত
তোমারই মুখে, শতাব্দী জমানো কথা,
প্রাত্যহিক ওড়না বিনিময় দেহের ভাষায়
পাতা ঝরার মতো আয়ু নেমে যায়
প্রতি জন্মবার্ষিকীতে। এবার আয়ুষ্মতী হলাম
তোমার সঙ্গম খেলায়। আমরা ধরিত্রীর
ভবিষ্যত হবো এমন বিশ্বাসে
বৃশ্চিক কামড় মধু হয়ে জড়িয়ে ধরলো - উদ্বাহু
পরিণীতার মর্যাদা পাবো না জেনেও সেই
সন্ধ্যায় জানলাম আমি ই তোমার একমাত্র
বঁধূ।

০৮.০৩.০৭

কি উল্লাস, কি কম্পন
আমার মাঝে তুমি
তোমার সম্মুখে আমার
গোপন
সলজ্জ উন্মোচন
শিশিরে চুমু
প্রেমঘন দু'চোখে তাকাই
আজ কান্না নেই শুধু
আনন্দ তর্পণ, কেবল
আদর সেবা

প্রিয়মুখ চোখের ভাঁজে
প্রিয়চোখ দেহ খাঁজে
প্রিয়স্পর্শ শিহরণ
অনন্ত মাঝে
প্রিয় নামে সম্ভাষণ
সংরক্ষিত ডাক 'ইসাবেলা'
আজ বসন্তে আমাদের
যৌথমেলা
সমগ্রতে তুমি, খন্ডিত অনুভব ত্বক দিয়ে
ঢাকি, যেন মুছে না যায় সেভাবে
তোমার দেহে আমার শরীরের
ছাপচিত্র আঁকি, তোমার আকাশে
কেবলই উড়ন, আমি আজ তোমার
নি:শঙ্ক 'ছোটপাখি';
তুমি আমার প্রিয় 'ইসাবেলা সখী'।
ভিন্ন ভুগোলে কি আসে যায়!
ভালোবাসা সম্ভব যে কোনো সীমানায়
তর্কের ঘরে আঁট খিল, সীমানা ভেঙ্গেছি যখন,
উড়াল দেবে ঐ রোদেই শঙ্খচিল
অপেক্ষা করো
ক্লান্ত ডানা স্নেহে
বুকে চেপে ধরো।

১৩.০৩.০৭

কষ্টের সরাইখানায় সারাৎসারহীন সময় যাপন
যত বলি নিজেকে 'আমি আর পারছি না,
সব ছেড়েছুঁড়ে দূরে কোথাও হবো পলাতক
নেব নির্বাসন' - কত যে পিছুটান পথ
আগলে দাঁড়ায়! সম্পর্কের ঝাড়বাতি,
মনের কুয়াশা কাটানো বন্ধনের সোডিয়াম লাইট
বুকের রানওয়েতে ঝিম্ মেরে রেখে দেয়
উড়াল বিমান
ডানা কেটে বসে পড়ি ভালোবাসা - মায়া-স্নেহ-বন্ধুত্ব
এসব জালে। এভাবেই হয়তো আয়ুক্ষয়
সময়ের রকেট গতি, তারপর সৎকার
সেখানেও তো ভয় - গোর আজাব হাবিজাবি
কত কিছু হয়!
রুনা লায়লার গানের মতো প্রশ্ন উঠে মনে
'সুখ তুমি কি বড় জানতে ইচ্ছে করে'
সুখ নাই বা হলো 'স্বস্তি' ও কি
মানুষ আমার প্রাপ্য নয়!

২০.০৩.০৭

ডাক্তারের কাছে তিন ঘণ্টা বসা ১৯.০৩.০৭ এ
ঐ কষ্ট প্রতীক্ষায় শুধু ভেবেছি তুমি যদি পাশে থাকতে!
আমি প্রতি সেকেন্ডে তোমার গন্ধ-স্পর্শ টের পাই।
আমাদের ভালোবাসার অসহায়ত্ব এই ঢাকা শহরের ইতিহাস
খুঁড়ে কি কোনো ঐতিহাসিক কোনোদিন বের করতে পারবে?
কেন এমন হয়, ইসাবেলা? আমার কোথায় কমতি?
কেন এই একটা জীবন একজন ভালোবাসার মানুষের সাথে
অতিক্রমের ছাড়পত্র পেলাম না আমি!

২০.০৩.০৭

গৈরিক পৃথিবীতে প্রেমাসক্তের চরিত্র নিয়ে
আমি পেলাম স্বৈরিণী উপাধি;
খুব ভাবি - সরল জীবন পেলাম না,
আমার নিশ্চই একটা সহজ আড়ম্বরহীন সমাধি হবে।
চার দেয়াল পছন্দ ছিল না আয়ুর মিলি সেকেন্ডেও
সেই কবর হবে খোলা আকাশ - মাটির মিশেলে
যার দিগন্ত তোমার হাতের প্রান্ত ছুঁয়ে নেমে যাবে
মহাসাগরের জলে, স্বাধীন চলনে।
ইসাবেলা, এ ভাবনা ভ্রম বিলাস নয়
বৈরী সমাজের দৃশ্যপটে পরাজিতের একান্ত চাওয়া
হয়তো বা; আমার মনচিত্রে 'তুমি' নামক গ্রহ একটাই,
তাই এ বেঁচে থাকা শূন্য যখন
তোমাকে পাবার এতটুকু সম্ভাবনা জীবিত নাই।

৩০.০৩.০৭

কথা ছিল যখন ডুববে শূন্যতায়, খালি খালি
লাগবে স্নেহাতুর বুক, ভরে দিতে না পারি
পাশে গিয়ে দাঁড়াবো, তোমার ব্যথায় আমিও
বইবো পান্ডুর মুখ।
কথা ছিল যখন ঝরবে মেঘ
তোমার দু'চোখ থেকে, ব্লটিং পেপার না হতে পারি
আমি কাঁদবো
তোমার -ই মতো প্রবল শোকে।
কথা ছিল যখন ক্লান্তি নামবে জীবন যাপনের বাঁকে
উপশম হতে না পারি, বিশ্রামের শয্যা তৈরী করে
বিলি কেটে দেব
তোমার ঘন চুলের ফাঁকে ফাঁকে।
এখন বন্ধু তোমার এমনই বেদনা
যেখানে স্রষ্টাও অসহায়
সন্তান বিচ্ছেদ কি সান্ত্বণা
এ তো অস্তিত্বের লয়!

০১.০৪.০৭

কি রোদ, কি রোদ, ঝলসে যাই, পুড়ে ছাই
এমন অবস্থা
তৃষ্ণা পায়, ঘন পিপাসা; বোতলের ঠান্ডা পানি,
কচি ডাব আনি, মেটে না, শীতল হয় না
বুকের তড়পানি।
জলকন্যা বাথটাবে ভেসে রয়, চুঁইয়ে পড়ে দুপুর
রোদ, তাপ-জিভে সময়, আলো, উষ্ণতা
কুড়মুড়; ভাঙ্গতে থাকি, নেশাতুর, চুরচুর
একবার, দু'বার, কতবার শেষে হিসাব হাপিস
তোমার শ্বাসে আমার শ্বাস মিশে-শিস্
চুমুতে দরোজা খোলে ভেতর-বাহির-ঘর
'সঙ্গম' তৃষ্ণা জেগেছিলো, বুঝতে এতো দেরী তোর!

১৭.০৪.০৭

তুমি, তুমি আমার সুরা হলে
পান করলাম।
তুমি, তুমি যখন সাকি হয়ে ঢাললে মদিরা
মুগ্ধ দেখলাম।
এখন আমার নিষেধ সুরা
সাকি তুমি হলে অধরা
সুখটানে তৃপ্তি বহুদূর
আড়াল খুঁজি লোকচক্ষুর
যেখানে
সাকি তুমি, মদিরা আমি
গড়গড়া আমার - তোমার
আগের মতো জড়াজড়ি কারবার
কবে শেষ হবে
পালা
অসহ্য
অপেক্ষার?

১৭.০৪.০৭

শান্ত আমি বসে অপেক্ষায়
বাসায় একা, নিঃসঙ্গতায়
নাচন আলোর অসুস্থ
শাদা চোখের তারায়
রংচটা বিকেল গড়ায়
মিয়ানো সন্ধ্যার গায়
নটরাজ ভাঙ্গা পা'য়
লিকলিকে জিভে অপারগ
মাতম জাগায়
সব ই আসলে পারম্পর্যহীন ভাবনা
কর্মছাড়া বসে থাকা আমাকে

এমন ঘোড়ার ডিম চিন্তাছাড়া
কি মানায়?

১৮.০৪.০৭

স্বপ্নে কোন নিয়ম নেই ইসাবেলা
সেখানে ইচ্ছেমতো রং, কখনো গম্ভীর
কখনো বা গায়ে ঢলাঢলি
সোজা বাংলায় 'ঢং'

স্বপ্নে কোন বাঁধা নেই ইসাবেলা
চাইলে তোমার দশ আঙ্গুল আমার
নিভৃত স্তন, ঝুলবারান্দায় চুম্বন
করা যায় যখন তখন

স্বপ্নে কোন নিয়ম নেই
স্বপ্নে কোন বাঁধা নেই
স্বপ্নে কোন সীমা নেই
স্বপ্নে সব আছে, শুধু
ছোঁবার পরিণতি নেই
তোমার শরীরের গন্ধ নেই

তাই আর স্বপ্ন নয়
আর অনিয়ম নয়
বাঁধাহীন মিলনের আকুতি নয়
তোমার সম্ভবে দেখা দাও
জুড়াই
আপাতত চক্ষুদ্বয়।

১৮.০৪.০৭

এক ঘণ্টা নিস্পলক সিলিং
তারপর মোবাইল
তুমি সংযোগযোগ্য নও

এক ঘণ্টা শাওয়ার জলে ভেজা
বাথটাব ফেনিল
জলের ভাঁজে তুমি রও
এক ঘণ্টা হাসপাতাল
শারীরিক কসরৎ সুস্থতার আশে
চিড়িক রোদ, ডায়াল
এক ঘণ্টা তোমাকে ফোনে
ধরবার ট্রায়াল
ডায়াল, ট্রায়াল..
এক ঘণ্টা ভাত ঘুম
নিশ্চুপ সন্ধ্যা বিকেল
তুমি কি ক্রুয়েল!
এক এক করে আঠারো ঘণ্টা
তীব্র ভেজা মনটা
ক্রমে মরুভূমি চৌচির মাঠ
মোবাইলের মুন্ডুপাত
ভাগ্যকে অভিসম্পাত
একধ্যানে বসে আছি
নীরব অশ্রুপাত
বুকে নিয়ে
যোগাযোগহীনতার
অতল আর্তনাদ

১৮.০৪.০৭

রেটিনা শিউরে ওঠে, মাথার ভেতর
একশ ওয়াটের আলো, জমকালো তাপময়
অনুভূতির সব স্তর পার হয়ে
ধ্যানী অক্টোপাসের মতো এই সঙ্গীত
নিবিড় বেজে রয়
নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে নিজেই যখন রক্তাক্ত শিকার
ভাবি তুমি পরিত্রাণ, তুমি পারো
রাত ভাঙ্গা লরির কর্কশ কণ্ঠ কেড়ে নিয়ে
আমাকে পেলব পাখি করে দিতে

নিশিতে পাওয়া কুকুর লালু-ভুলুর
নির্দিষ্ট প্রহরা তুলে নিতে
বিশ্বাসের কোমরে দু'হাত রেখে
তোমার সুচারু দাঁতে ভেঙ্গে দিতে
কাঠবেড়ালীর ঠোঁটে রাখা আবশ্যক বাদাম

তুমি পাখি করে দাও, তুমি ক্লান্ত প্রহরা
সরিয়ে নাও, তুমি আড়মোড়া ভেঙ্গে
দু'হাতের টুসকিতে ঘুম তাড়াও
তুমি ডুবন্ত আমাকে পাতাল থেকে
ডাঙ্গায় তুলে নাও, তুমি গাও আমার
স্বাধীনতার অপর নাম গান
জানি তুমি-ই হবে আমার
প্রার্থিত পরিত্রাণ।

২০.০৪.০৭

কৃতজ্ঞ হবো কার কাছে?
সর্বস্ব দিয়ে ঠেকাবো কার অধঃপতন!
নিজের ঘাতক যখন নিজেরই নপুংসক সত্তা,
কোন সুদিনের অপেক্ষায় আমি ভালো হবো,
ফিরে আসবো কার কোলে?
কাকে বলবো নতুন করে -' অপেক্ষায় থেকো
কবিতার দুধভাত, অবিশ্বাসী সর্পফণা
করে সব ধূলিস্মাৎ, ছন্দোবদ্ধ সুষমায়
নিদ্রাহীনতার কুঁচফুল পুষ্পিত শাড়ির আঁচলে বেঁধে
আমি আবার আসবো!'
আমার কোনো ফেরা নেই, নেই অনুতাপ
মরিচের গুঁড়ো মাখা এই সব জ্বরের রাত
হিরন্ময় ব্যথা, প্রাচীন বনস্পতীয় পাপ
'লম্ফে পার হয়ে নিত্য অভিসম্পাত
জেনেছি -
মিছে হুতাশন, অকারণ দুঃখবিলাস
সত্য সেই উজ্জ্বল আবাস - মাটিতে বিলোপ
অনন্তে অন্তরে মৃত্যু সম্ভাষণ
জীবনের পায়ে পায়ে
বেঁচে থাকা এইসব সয়ে, প্রতিক্ষণ।

২০.০৪.০৭

আমি কি ধ্বংসময় পাগল,
ভুল ভালোবাসার অর্পিত লিরিক?
আমার নিরবিচ্ছিন্ন বিষণ্নতায়
কে বাজে আর কে বাজায়?
স্নেহ-প্রেম-মায়া যাই নিয়ে এগোই
সব-ই কি ভ্রম, ভ্রান্তিবিলাস!
এই যে তোমার স্পর্শের লোভে
ফুটে থাকি গোলাপের মতো
না ছোঁয়ায় আইসবার্গ জমে রই
এগুলোর কিছুই কি সত্য নয়!
আমি এক 'না' মানুষ, যখন নিমগ্ন হ্রদ
সাঁতারে মধ্যযামে, তখনো তুমি আমাকে
করো অবিশ্বাস,
আমি মধুমক্ষিকা
চলে যাবো কোনো স্নিগ্ধচোখের সন্ধানে।
পোড়া আঙ্গুরের ক্ষেত এ মন
একবারই করেছিলো ভুল
ইসাবেলা, নীরব অশ্রুপাত উদ্বেল-আকুল
তোমার শপথ- আমি ভ্রান্তি নই বাস্তবতা
সেই তছনছ পাখি যার ডানায় তুমি বেঁধেছিলে
ঝকঝকে এক হৃদয়ের পূর্বাভাস আস্থায়
আমি ভালোবাসতে ভুলিনি
তুমি দেখাও আমাকে উড়াল পথ
ধর্মাধর্ম সরিয়ে আমাদের দেখো হবে
দ্বৈরথ।

২৭.০৪.০৭

অবয়ব রেখে যেতে চায় মানুষ
পেইন্টিং এ, মূর্তিতে, নিদেনপক্ষে স্থিরচিত্রে
এমনো ধারণা মানুষ জীবন্ত থাকে সন্তানের মাঝে
নিজেকে চিরঞ্জীব করার বিবিধ পন্থা মানুষ পালন করে
স্বাভাবিকতার দোহাই দিয়ে কেউ বা বলে-
এ চক্র অনতিক্রম্য

বোধ আজকাল শার্সির মতো কিছু
টোকা লাগলেই ভেঙ্গে পড়ে, চুর চুর গুঁড়ো
জীবনের সঞ্চয় খুঁদকুঁড়ো
মানবিক সম্বন্ধের চাষবাস নিয়ে বেঁচে থাকার
এই যে কাঙ্ক্ষা
কেন যে ভাবতে পারি না পলকা!

জৈবিক চক্রে যদি টানি যতি
কি হবে, কোথায় কতটুকু ক্ষতি?
আমার প্রার্থনা, আমার আর্তি -
ভুল আইনী সম্পর্কে ছড়াবো না এক শস্য দানাও
যতই বাড়ুক তোমাদের মনকাননে গ্লেসিয়ার
আমার জমাট আঁধার, নগ্ন অপরাধ হোক শুধুই আমার।

২৭.০৪.০৭

এক চুমুক, এক ঢোক
ঘণ্টার ভালোবাসা
আয়ুর শোক
তবু আশা
    আবার
        বারবার
চুমুকে চুমুকে ইচ্ছামৃত্যু
    হোক

২৭.০৪.০৭

একদিন ভোর হবে
তোমার চোখের মতো
সেদিনও থাকবো এমনি
নিবিড়, অপেক্ষারত

২৭.০৪.০৭

ত্রিশ ছুঁই ছুঁই
শরীরের বয়স সই
এখনো না কি
আমি শুধু আমার নই!

২৭.০৪.০৭

তোকে তো দিয়েছি পুরো আয়ু
তাহলে কিসের এত মাতম
অভিমান!
তোর জন্যে মমতার স্বর্ণলতা
বিক্ষোভ, বিভাস, রক্তাক্ত
অভিযান
কাঁটার আঘাত দু'হাতে সরিয়ে
স্বপ্নময় গতি, প্রবাস করেছি
নির্মাণ
তোর জন্যে খোলস বদল
আলোর ঘর, তারপরও কেন রচিস দুস্তর
ব্যবধান?

০১.০৫.০৭

পাপ অপাপ ন্যায় অন্যায়ের লিস্টিতে
পিপাসা পায়
শরীর বোঝে আজ খুব গরম পড়েছে
ভেতরটা ঠান্ডা পানি চায়
সেখানে পানি না জল, হিজাব না পর্দা
বলো কি গতি পায়?
আমি বিদ্রুপের গোপন হাসিতে করি ধর্মপাঠ
আমার অর্ধেক ঈমান কারণ ঋতুস্রাব
কত গর্ভস্রাব ধর্মের বিবিধ ব্যাখ্যা দিয়ে
করে খায়, বর্তে যায়
সেখানে আমার ভালোবাসা অকারণ বিরোধীতায়
জোস্নায় দগ্ধে উঠে দাঁড়ায় পুনরায়
রক্তের উৎসব জানি, চিনি স্নায়ু দিয়ে
স্নায়ু খোলার খেলা
আমার প্রেমের জিভ, সাম্যবাদী আঙ্গুল
সব ভুলে শুধু ভালোবাসবে আজ তোমাকে
ইসাবেলা; ধর্ম ঘুমাক মসজিদে-মন্দিরে
ধর্মগ্রন্থে; বড়জোর কোনো ভীরুর স্কন্ধে
মাথা রেখে অদৃশ্য ফেরেশতার কোলে
আমি আস্ত তোমাকে চাই, খোয়াবের বদলে।

০২.০৫.০৭

নেই প্রথম অথবা দ্বিতীয় কাঁপন
এখন অপেক্ষা তৃতীয় কিংবা চতুর্থের
আমি জানি প্রথম প্রেমের সেই দহন
তাই যাতনা আজ সীমিত মাপের।
মন খারাপের রক্তে উড়ে মাছি
আমার পেটে ভাত, মাথায় ছাদ
তবু কেনো এত অশ্রু, বৈরীতায়
প্রতিদিনের খোলামকুচি বাঁচাবাঁচি!
বেদনা সাম্পান অসিদ্ধ সম্পর্কে
পাহাড়ি ঝর্ণার গতিতে বয়
মাথার মধ্যে বিষণ্নতার আবর্তে
বনবাসি ঘুম, ঘুণ জেগে রয়।
খসে পড়া সম্বন্ধ, ধ্বসে পড়া মানুষ
আমি এক পোয়াতি কুকুর
যার স্টেশন অজানা, জন্মের ঋণে
শুধু বহন করি অমলিন অভিজ্ঞতাটুকু
নতমুখে, ভুলে মাখামাখি জট
জনারণ্য,আকাশ,পাখি জানুক
একা আস্তিনে হুঁকো সময় নিশ্চুপ
অলীক জাহাজ দেখাবে নীলাম্বরী রূপ!

১০.০৫.০৭

আমার কাফন কাতরতা! শূন্যে মেলে চোখ, অস্তিত্বভুক
মৃত্যু পরোয়ানা আনা দাঁড়কাক খুবলে নেয় দৃষ্টি
খুঁড়তে খুঁড়তে বুক সাত দীঘির জল ভারাক্রান্ত চলাচল
সর্পবেষ্টনী সরিয়ে কুয়াশার জিভে মুখ রেখে দেখে
চেতনা এখনো সেই অনুভবে আলুলায়িত উন্মুখ
দিন পেতেছে শয্যা রাতের করতলে আকাশ নিঃসঙ্গ
তারাবিহীন, মেহেদী আঁধার শুধু নকশা কেটে যায়
মাছের আঁশ ছাড়ানো বটির শীতলতায়
ওই ধূলো, চিৎকার, হর্ণ, ঘণ্টাধ্বনি, মনুষ্য কাফেলা
কেনো ঢেকে দেয় না আশার মৃত মুখ? তারা জানে না,
তুমি আসবে না? পরিযায়ী পাখির ডানা উঠেছে ঝাপ্টে
তুমি চলে যাবে বিশ্বায়নের পথে দূরে
কোথায় সে শক্তি তোমাকে ধরবো ঘূর্ণি হাওয়ায় উড়ে?
আমি যে চিরকালের ঝরাপাতা, বাউরি বাতাসে
দিগ্বিদিক ঘোরাই আমার নিয়তি, জানো সে কথা?

১১.০৫.০৭

পরিত্যক্ত ট্রেনের বগির মতো পড়ে আছি
অনাদরে অবহেলে, সারা গায়ে নিয়ে অসুস্থতার জং
একদিন আমারও ছিলো ব্যস্ততা, সময় নেই
সময় নেই কোরাস (কৃত্রিম), কর্মচঞ্চল;
এখন ডানে দুর্বাঘাস তো বাঁয়ে অশ্বথ্থের চারা
উঠছে গজিয়ে স্থবিরতায়
উপোসী মনন নৈর্ব্যক্তিক দেখে যায় সব
সুদিনের অপেক্ষায়
আহা ঘাস, বট, আমি তাদের ছাঁটি না
বুকে আগলে রাখি, ওরাই আমার সঙ্গী
এই অমানবিক নিঃসঙ্গতায়
কতদিন কোনো হরিয়াল চোখে ফেলে রাত আলো
আমি দেখি না আমাকে কেমন দেখায়
একজন মানুষ অথবা নিদেনপক্ষে কম্পিত হাত
ধরবে এমন আশ্বাসে নির্ভার হতে
আজকাল বড্ড মন চায় - আমার একাকীত্বের
গ্লেসিয়ার কাটবে কি কারও মানবিক উষ্ণতায়?

১৭.০৫.০৭

না বুঝে করতে পারি না ভান বোঝার
নির্জনে বেঁধে নৌকা বুঝেছি আমি শুধু তোমার
আমার দশদিকে নিয়মের কাঁথা ফোঁড়
সমাজচ্যুত হবার প্রাচীন ভয়
কি আসে যায়? ভালোবাসাহীন জীবনের মতো
অভিশপ্ত আর কিছু কি হয়!
জৈবিক টানে কখনো কখনো
শরীরে শরীরে ডাকে বাণ
নক্ষত্রের ভাষা, সেন্সরহীন ইচ্ছের স্বরূপ
না করে বিনিময়, হয় কি মনের টান?
পাখি থাক্, থাক্ সুঘ্রাণ ভাত
একফালি চাঁদ, থাক্ আমার স্খলন
সব মিলিয়ে তুড়িতে নিয়ম দলে
প্রেমের তরে
অদ্ভূতুড়ে
জীবন যাপন
জড়াজড়ি
মিলন বিরহ
গাইবো তুমুল
আগুনের গান।

১৭.০৫.০৭

দেহের মীমাংসা দেহ দিয়ে হয়
অনেকেই একে রিরংসা ও কয়
যখন বুঝিনি মনের ভাষা অস্তিত্ব
তখন ছিলাম ভালো, এ কি সত্য?

এখন মন জানি মন বুঝি
রিপুর তৃপ্তির চাইতে বেশি খুঁজি
কথা বলে ভালো লাগা
শব্দে শব্দে সেতু বাঁধা

জীবনানন্দের 'বোধ' মাথা জুড়ে
কি স্বস্তি পাবা দেহ খুঁড়ে?
'মন' চাই মনের মতো, উদ্ধত-অবনত
নারী বা পুরুষ যে বুঝবে উল্লাস ক্ষত

সমান করে নেবে ব্যথা আনন্দের ভাগ
তার জন্যে বসে আছি, মেলে বোধের প্রাণ পরাগ

২৯.০৫.০৭

জলপাই, অপছন্দ যে কারণে...

দারফুরে সেনা বিদ্রোহ, মানবিক বিপর্যয়
আফ্রিকার কতদেশে মানুষ পানীয় জলের অভাব
আর এইডসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুপ্রহর গুণে যায়!
সেখানে ঈশ্বরের রঙ হয়তো কেবলই
সুস্থতা কিংবা নিঃরঙ জলের আকাঙ্ক্ষার বেদীতে খাবি খায়।
ফিলিস্তিনে প্রতিদিন রক্ত-মৃত্যু, পরাধীন জাতি ঐখানে
স্বাধীনতা খুঁজে ফেরে
তাদের ঈশ্বর ধরা দেবে মুক্তির রেপ্লিকায়।
একমুঠো স্বস্তির মাটির জন্যে ইরাক-আফগানিস্তান
নিরন্তর লড়ে যায়।
তাদের ঈশ্বর নিঃশ্বাস নেবে খোলা ভূখন্ডে
এমন আগুন প্রতি মানুষের বুকে জ্বলন্ত হায়!
গণতন্ত্র উর্দি তলে বুটের নীচে পিষে যায়
পাকিস্তান তেমন বার্তা নিয়ত শোনায়।
পাকিদের ঈশ্বর আর্মিবিহীন জাতির জন্যে
মোনাজাত তোলে আকাশ সীমায়।
বিভ্রমের দেশে চব্বিশ টাকা কেজি চাল
আশি টাকা সয়াবিন এর লিটারে
ধরপাকড়ের নারদ নৃত্যে নিত্য সমবায়;
তাদের ঈশ্বর এখন আর মানুষের মাঝে নয়
বিরাজ করে জলপাই রঙ এর সামিয়ানায়।
জলপাই দেয় না তিনবেলা খাবার নিশ্চয়তা,
রাস্তায় নিরাপত্তা, বিবিধ গ্রেফতার দেয় না
নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, আরও আরও মৌলিক চাহিদা
পূরণের একবিন্দু আশ্বাস-
জলপাই হলো জনতাকে মেরে অস্ত্রের তলে
ঘুরবার এক প্রাচীন তেল, যা রেঁধে যায়
অখাদ্য মধ্যাহ্ন রাতের ভোজন
কখনো বা প্রাতঃরাশ।
সত্যি আমার-ই খাজনায় জলপাই গাছে ধরে
এমন বিষাক্ত ফল যা নিজে খাদ্য নয়
আমাকে খাদ্য ভাবার প্রক্রিয়ায় লিপ্ত থাকে বারোমাস।
কোথায় প্রীতিলতা-জাহানারা, কোথায় ক্ষুদিরাম?
একবার এসো, সেই পিতার মতো ভালোবাসো
আমি অকৃত্রিম কৃষকের ফলানো সর্ষের তেলে
আবার রাঁধবো তোমাদেরই জন্যে কথা দিলাম।

০৪.০৬.০৭

সহজে বিশ্বাস করে ফেলি আর কিছু নয় 'মানুষ'
ভালোবেসে ফেলি 'দাবী' সংখ্যাগুরু-লঘু-আদিবাসী
যারই হোক মানুষ বলে
নিঃশর্ত সাহায্যের দু'হাত বাড়িয়ে দেই
মানুষেরই দিকে
মানুষ ভালোবেসে পেয়েছি কয়লার অমোচনীয় দাগ
মেয়েছেলে বলে ব্যঙ্গ উক্তি
আমি কি লিখেছিলাম পৃথিবীতে বাসের কোনো চুক্তি যে আমি
সত্যকে মিথ্যে দিয়ে ঢেকে দেব
মৃত কে জীবিত বলে সাজাবো বারাঙ্গনার সাজে?
যেসব মনুষ্যতর প্রাণী এখনো বানর থেকে
অভিযোজিত হয়ে শেখেনি হাঁটা, আত্মপরিচয়
এর সামান্য অ-আ-ক-খ, তাদের কাছে আজ আমার
আত্মা বন্ধক জীবিকা নামক মাসকাবারি চুক্তিতে-
তারা আঙ্গুল তুলে জানায় আমি কি পরিধান করবো
করবো কতবার কুর্নিশ, আমার ভাষা কি হবে
চলিত বা আঞ্চলিক। অক্ষর বিন্যাস কি হবে
দেবনাগরী/ ইনডিক!
নিজেকে করুণা হয়, দ্বিধাকে বিভক্ত করে
'প্রয়োজন'
নাগরিক মধ্যবিত্তের শেষ পরিণামে
দেহ কাঠামো বেঁচে থাকে
মরে যায় মন।

০৮.০৬.০৭

আমি প্রেমেও নেই, পাপেও নেই
আছি অনুভূতিশূন্য বেঁচে থাকায়
তেমন জীবনের দাম কি যা
একদিনও শিউরে উঠেনি ভালোবাসায়?

১৩.০৬.০৭

সমতলে অন্তরাল প্রার্থনা - 'জোর বাঁচা বেঁচে গেছি'
নিউটনের তত্ত্ব বলে আমি আছি আমি আছি
পাহাড় কেটেছো, কেটেছো গাছ, যত্রতত্র মাটি ভরাট
এমনই মনুষ্য খিদে;
পাহাড় ধ্বসিয়ে, জলে ডুবিয়ে প্রকৃতি খেলছে নিজে
তিলোত্তমা নগরী একটু বৃষ্টিতেই ভাসমান ভেনিস
ভেঙ্গে গড়াগড়ি কালভার্ট ব্রীজ
যেমন মেরেছি ইট তেমনি ফেরত পাটকেল
নিউটন যেমন বলতেন - প্রত্যেক ক্রিয়ারই
একটি সমানও বিপরীতমুখি প্রতিক্রিয়া আছে
ভুলে যায় লোভী মানুষ
অথচ প্রকৃতির কাছে কতবার হেরেছে তাদের খেল
এখন গণকবর, এখন চট্টগ্রামে পাঁচলাখ পানিবন্দী
এখন অনেক শোক- পাহাড়ও এমন ছিলো
মূহ্যমান যখন তার গায়ে পড়েছে কোদাল দিনমান
কেটেছে অসংখ্য গাছ যা পাহাড়েরই সন্তান
তাই আজ সম্মিলিত শোকসভা মানুষ ও প্রকৃতির
প্রার্থনা সবার তরে পরিভ্রমণ করে সর্বস্তর
দোয়ার সাথে দাওয়া - প্রকৃতির সন্তান ভালোবাসো
সবুজ, নইলে আবারও হবে কোলখালি
হারাবে প্রাণ অনাগত অবুঝ।

১৪.০৬.০৭

পাঁজরে পোষ্য দুঃখ, চোখে তুচ্ছ জল
বুকের ভেতর গুঞ্জরে শূন্যতা
তুমি কি তেমন ই আছো নদী
বহমান, এক ও অবিকল?

ইতর মানুষের কষ্ট থাকে না
থাকে না শূন্যতা বোধ, আমার
নষ্ট কথার কষ্ট আছে, আছে
কষ্টের ঘাড়ে সওয়ার হওয়া ক্রোধ।

আমি জানতে চাই সেদিনের কথা
যেদিন আমায় আমি বলবো-
একদিন তোর কথা শুনবেরে নদী
ও নারী, চূর্ণ হবে নীরবতা

সেদিন আমিও দেবো ছুটি
পোষা দুঃখকে
মুছে তুচ্ছ জল
শূন্য পূর্ণ হবে
ভালোবাসায়
থাকবে না মুখোশ এবং ছল

প্রতিদিনের মর্মন্তুদ সহ্যের খেলা
নিজেকে লুকানো সত্য থেকে শতশতবার
সেদিন আমি করবো না আর
কারণ
তুমি রহো কিংবা নাই রহো
একবার ভালোবাসা পেলে
জেনে রেখো নদী ও নারী
বয়ে যায় অহরহ।

২৯.০৬.০৭

ভারী কুয়াশার মতো, বরফের মতো
বিষণ্নতা জমে ভ্রুতে, চোখের পাতায়
কলমের নিবে, দৃষ্টির সীমানায়
পোয়াতি নারীর পেটের মতো
আমার মন ফুলে থাকে- 'জয়ঢাক'
প্রসব করি আরও গাঢ় বিধুয়া পাথার
সিঁড়িতে, ছাদে আমি শুধু খুঁজি
তোমার পায়ের ছাপ, স্তনবৃন্তে প্রিয় পরশ
এ এক জীবন যাপন-
ভালোবাসা কখনো পাবে না ছাড়পত্র
একসাথে একদালানে বাসের অনুমতি
জানি না কার কি ক্ষতি!
কেবল আমি নীরবে ক্ষয়ে যাই
দিনকে দিন মাস বছরকে বছর
তোমাকে কত পরত বরফ জমলে ভুলে যাবো?
কতদিন গেলে আমি অন্যদের মতো
সব ব্যাপারে নির্বিকার হবো?
এখন সিদ্ধান্তের পালা -
পৃথিবীতে ক'দিন রবো।

০১.০৭.০৭

নারী হয় নারীর শত্রু
মনে থাকলে
পুরুষের নেত্র

১১.০৭.০৭

থরথর সেই শিখর
জানি না কি করে
হলো নতুন করে
এমন বাসর আদর

১১.০৭.০৭

কিসমিস বৃন্ত
ঠোঁটে মেপে নেই
তোমার ঘনত্ব
দৃঢ় তুমি আমার তাপে
এবার ছুরি রেখে দাও খাপে

২০.০৭.০৭

চুমুকে চুমুকে অবাক জলপান
প্রতিবার নতুন আবিষ্কার
যত দেখি ততো অবাক
সহজিয়া অনুরাগে আবিষ্ট মুহূর্ত
খুলে রাখো তোমার মধুর দ্বার

২৪.০৭.০৭

ঘোর বর্ষায় দেহের ভাঁজে ভাঁজে শীত জমে
পায়ের কাছে রাখা নক্শী কাঁথা গায়ে টেনে
রাত কাটাই ঘুমে; বৃষ্টি ঘুমে কোনো
জড়তা থাকার কথা নয়, ঝরে পড়ার কথা
জলে অপ্রাপ্তির দুঃখময় লিরিক, তবু ভাঙ্গা নিদ্রা
ক্ষনিক পরে পরে, আলগোছে টের পাই-
মন আমার কেমন কেমন করে, খুব ভোরে;
পাশের বালিশে হাত দিলে একাকীত্বের শূন্যতা
মোবাইলে পাথর নীরবতা; কখনো পাওয়া হবে না
নীলাভ সকালে প্রিয় তোমার বাসি অধরের
ছোট ছোট চুমু, জড়ানো উষ্ণতায় বুকে রেখে মুখ
আমাকে কেউ বলবে না সুপ্রভাত; এই একজীবনে
সব ঋতুতে তোমার - আমার শুধুই যোজন যোজন
তফাত তফাত। তবু ভালোবসি, কালি - কলম-
কাগুজে ইসাবেলা, বেদুঈন বুকে বালিঝড়,

নাচে দু'চোখে মরীচিকা আলেয়া,
ওহ্, ইসাবেলা!

১০.০৮.০৭

অগোছালো আমি, নিযুত তারার মাঝে তোমার মুখচ্ছবি
খোঁজা আমি, হাত বাড়িয়ে তোমাকে প্রবল ছুঁতে চাওয়া
আমি, ক্ষোভে ঘৃণায় ফেটে পড়া, মুখ ফিরিয়ে নেয়া
এই যে আমি, যান্ত্রিক আমি, অসহ্য আমি,
অশান্তির আমি - নিজেকে প্রতিদিন বাঁচিয়ে রাখি
(যদিও মৃত্যুই আমার একমাত্র পরিচয়)
তুমি আসবে বলে, যে কোন কষ্টকে দু'হাতে টুসকি
দিয়ে উড়াই খেলাচ্ছলে, সে তুমি আসবে বলে।
অরাজকতার আমি, প্রবল আত্মকেন্দ্রিক আমি,
বিভ্রান্ত আমি, সব অতিক্রম করে কাটাই সময়
করে হেলাফেলা, সে- তুমি আসবে বলে ইসাবেলা।

১৮.০৮.০৭

ভালোবাসার প্রতিটি সঙ্গম যেন এক একটা
ইচ্ছামৃত্যু, অনেক উঁচুতে পৌঁছে তারপর
সীমাহীন শূন্যতা; স্নায়বিক বিস্ফোরণের
তূর্য নিনাদ, অশ্রু ঘুঙুর, উদারা - মুদারা - তারা,
বিরহী বেহাগের সাতসুর - শেষ হলে ফটিকজল
দুপুর, মন কেমন করা বিকেল, অস্তিত্বে
সাদা বকুলের ফুটে থাকা প্রশ্ন "রইলো বাকী কি?"
খুঁজতে উত্তর আবারো উত্তাল সহমরণ
ফলাফল গড়পড়তা সন্তান ঘর অথবা পরকীয়া
এবং কখনো শুধু রসায়ন বিনিময়
এত বিশ্লষণের পরেও জেনেছি 'বিরহী আত্মা'
বহুদূর থেকে ও যখন টানে নিজের পানে
তারে 'ভালোবাসা' কয়। প্রেম নিভে যায়,
চটুল যৌবনও ধায় - পরিশেষে হাতে হাত
রেখে থাকে যে সে অনুভব 'ভালোবাসা' ভিন্ন
আর কিছু নয়।

২৩.০৮.০৭

বৃহস্পতিবার, উইকএন্ড -আজ তোমার ঠোঁটে
আমার সেঁটে থাকার কথা দীর্গক্ষণ
অফিস শেষে তুরন্ত ক্যাব নিয়ে ঝটিকা
পৌঁছানোর কথা তোমার দোরগোড়ায়
যুগলস্নানে, আড্ডায়, ধূমপানে
সারা সপ্তাহের জমানো আদর, জমানো কথা
পরস্পরের ভ্রুতে আঙ্গুলের ভাঁজে,
স্তনের খাঁজে, আরো গভীর গোপনে
আজ সাজানোর দিন, ভেসে যাওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে
আনন্দে উন্মাতাল হবার বৃহস্পতিবার আজ;
অথচ আমাদের
ঠোঁটে কারফিউ
মোবাইলে কারফিউ
ক্যাবে কারফিউ
টিভিতে, স্নানে
আড্ডায়, ধূমপানে
আঙ্গুলে, ভ্রুতে, স্তনে
গোপনে
সর্বত্র জরুরী অবস্থা এবং কারফিউ।
আমি পৌঁছাবো না, কথা বলবো না,
আমার সাধারণ ভালোবাসা
আটকে আছে আর্মি ক্যাম্পে ইসাবেলা।
ঊনত্রিশ বছরের আয়ুতে দেখলাম শুধুই
ক্ষমতায় আরোহণের খেলা।
এই আমার ক্ষমতা হলো না তোমাকে
নিজের করে রাখার একবেলা।

০৪.০৯.০৭

ডালিম ফলের লালে তুমি রঞ্জিত
আমি প্রথম আবরণ দ্বিতীয় খোসা
তারও নীচের ত্বক সরিয়ে মূলে যাই
তুমি আমাকে চুপিসারে বলো
এরপর আর তল নাই; তাই কী!
আমার যে গভীর থেকে
গহনে যাবার অদম্য কাঙ্ক্ষা
কোন সংশয় নেই, নেই শঙ্কা
'ভালোবাসা'র রাগিনীতে বাজছো তুমি
বাজছি আমি, একতারে মধুর টঙ্কা।

ফিরোজ ০৭.১০.০৭

শত্রুর জন্যে বুকে বন্ধুত্বের সুগন্ধী নিয়ে ঘুরতে পারি
তেমন মহৎ আমি ছিলাম না কোনকালেই
আমি শুধু ভেবেছি 'সত্যি মানুষ' কখনো
মানুষের শত্রু হতে পারে না।
উদোম খেয়োখেয়িতে যখন নড়ে গেছে জীবিকার ভিত্
তখনো নিজের সমূহ ক্ষতি সয়ে আমি থেকেছি নিশ্চুপ
আমার মনে হয়েছে 'সত্যি মানুষ' আমাকে আঘাত
করবে না, বাস্তু কবুতর জানে আমি তার চাইতেও অহিংস।
প্রত্যাঘাত আমার চরিত্রে নেই, আমি 'হাম্মুরাবি'র
প্রাচীন সেই আইন (একালেও অনেকেই যার প্রয়োগ চায়)
প্রয়োগ করিনি ভুলেও। আজ তবু সব ভুল মনে হয়,
মানুষ হতে চাইবার চেষ্টাকে আঁধারে জ্বলা
ক্ষণিক ফানুসের মতো অলীক লাগে।
আমার পাশে মতিভ্রমের নাগপাশে মানুষ কাঁদে
অথচ শুনতে পেলাম আরেক মানুষ(!)ই তাকে
ফেলেছে ফাঁদে।

বি.দ্র : ক্ষণিকের চতুর চপলতায় কলিগ একটা ভুল করেছে,
আরেক কলিগ ধরিয়ে দিয়েছে, ঈদের এই ৬দিন আগে
ভুল করে যে ভুল করেছে, সে চাকুরী হারিয়েছে।
ন্যায় অন্যায় জানি না। বড় মায়া হলো।

০৮.১০.০৭

বৈষ্ণব বৃষ্টিতে রাধার জীবন সঁপে
'আল্লাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই'
দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ক্ষয় ক্ষতিটুকু মেপে
আমি আবার পথে নামলাম।
দুর্মর গুহার খোদাই চিত্র ছেঁকে
তোমাকে বুঝাতে অক্ষম 'সুহৃদ'
শব্দটির ভাবসম্প্রসারণ, কাজে কাজেই
নিজেকে গুটালাম;
ভাবলাম আর যাই হোক আধুনিক
বিমূর্ত ছবির প্রেম যেন না হতে হয়।
কুয়াশার ক্যালিগ্রাফি মৌলবাদী প্রকৃতি
তিন নম্বর বিপদ সংকেতে নেচে
আমাকে কাবু করলো করলো এমন ভাব যখন
দেখি 'অভ্যাস যাপন' এর জীবনে
ঠোঁট ডুবিয়েছে শকুন
তৎক্ষণাৎ বিযুক্ত হই ক্ষরিত আত্মা হতে;
অপার নিঃসঙ্গতাকে বিধিলিপি মেনে।

০৮.১১.০৭

নক্ষত্রের নহবতে সারাদিনের অভিনয়কৃত
সহবত তখন রাতের কাছে মাথা নোয়ানো
জলের উপর জাহাজ সাঁতার কেটে চলে
নীরবে; অন্ধকারের পাঁচ আঙ্গুল রোদ পিছলানো
ত্বকে রেখে, একে অপরকে করছে আকর্ষণ
সেই আদিম সুখে-
একটি রাতের পরিপাটি মন
একটি রাতের নিবিড় আলিঙ্গন

আগামীজীবনের অনন্তের
সাক্ষ্য নিয়ে বয়ে চলে
ম্যানগ্রোভ বনে, ভবিষ্যত
গড়বে বলে।

আফসানা কিশোয়ার, জন্ম ঢাকাতে ১৯৭৮ সালের ৮মার্চ। ২০০০ সালে লেখালেখির শুরু 'যায়যায়দিন' এর মাধ্যমে। তারপর 'প্রথম আলো' র সেরা ফিচার লেখকের স্বীকৃতি। এরপর আর পেছন ফেরা নয়। প্রথম শ্রেণীর বেশ ক'টি দৈনিকের নিয়মিত লেখক হয়ে ওঠেন। দেশের ভেতর, বাহির থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন ম্যাগাজিনে তার লেখা ছাপা হচ্ছে। ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয় লেখকের প্রথম কাব্যোপন্যাস 'রোজনামচা : ভালোবাসা', অপূর্ব নির্মাণশৈলী ও শব্দচয়ন এই কাব্যোপন্যাসকে দান করে ভিন্নমাত্রা। পদ্য, লেখকের

অন্যতম প্রিয় বিষয় হলেও গদ্যে তিনি সমান সাবলীল। 'নস্টালজিয়া' ও 'ত্রৈরাশিক' এই দুই গল্পগ্রন্থে তিনি তার সেই পারদর্শীতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ২০০৫ ছিল লেখকের জন্যে স্মরণীয় বছর। এবছর 'শব্দোৎসব', ৬০টি কবিতার একটি দীর্ঘ স্যিকুয়েল, নান্দনিক অলংকরণসহ প্রকাশিত হয় এবং সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। ২০০৫ এ-ই বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের উপর লেখা লেখকের 'প্রবাসের খেরো কবিতা' র প্রকাশ ও ভিডিওচিত্র নির্মাণ করে মালয়েশিয়ায় অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করছে এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা 'টেনাগানিটা'। ২০০৭ এর একুশে বইমেলায় কবি আফসানা কিশোয়ারের "পাল্টায় নারী, বাহারি" কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় অন্যপ্রকাশ থেকে। 'জলপাই, অপছন্দ যে কারণে' তার পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ। লেখক বর্তমানে একটি বিদেশী ব্যাংকে কর্মরত।

লেখকের প্রকাশিত বই :

ভাবছেন নির্লজ্জ, কিচ্ছু যায় আসে না	ফিচার সংকলন একুশে বইমেলা ২০০৮ (প্রকাশিতব্য)	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
পাল্টায় নারী, বাহারি	কবিতা একুশে বইমেলা ২০০৭	**অন্যপ্রকাশ**
পাখি ও সম্রাজ্ঞী	গল্পসংকলন একুশে বইমেলা ২০০৭	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
ত্রৈরাশিক	বড়গল্প একুশে বইমেলা ২০০৫	কারসাফ
শব্দোৎসব	কবিতা একুশে বইমেলা ২০০৫	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
নস্টালজিয়া	ছোটগল্পের অণুগ্রন্থ একুশে বইমেলা ২০০৫	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
নিষিদ্ধ ইশতেহার	অণুকাব্যগ্রন্থ একুশে বইমেলা ২০০৫	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
রোজনামচা : ভালোবাসা	কাব্যোপন্যাস মে ২০০৪	শিখা প্রকাশনী

পরিত্যক্ত ট্রেনের বগির মতো অবহেলায় পড়ে থেকেও প্রিয় মানুষকে তিনি দোষারোপ করেন না। আকাশের নক্ষত্রের মতো সব অনাদর মনে গুঁজে রেখে বাউরি প্রেমে ভরে দেন তুমুল দৈনন্দিনের এক চিমটি লবণ। প্রেমের জন্যে হাঁটতে হাঁটতে, প্রিয় মানুষকে আবাহন জানাতে গিয়ে দেশের কথা ভোলেন না যিনি, কবি আফসানা কিশোয়ার।

তাই বৈষ্ণব বৃষ্টিতে রাধার জীবন মেপে দিয়েও দারফুরে সেনা বিদ্রোহের বাস্তবতা বা ক্রমবর্ধমান চালের দাম তার কবিতার লাইনে পাশাপাশি বসে যায় নিঃসংকোচে।

জলপাই জমানায় বাস করা মানুষের জলপাই এর প্রতি অনুরাগ বিরাগ, মোবাইলের ঝংকার, কারফিউ এর অবশ্যম্ভাবী তেজে প্রিয়র সাথে দেখা করতে না পারা মিলে মিশে আত্মার হিল্লোল, তা নিয়ে আফসানা কিশোয়ার কাব্যের পথে তুমুল হেঁটে চলেন আবারো।

জলপাই, অপছন্দ যে কারণে

আফসানা কিশোয়ার

উৎসর্গ

সুসময়,
জীবন
এবং
বেঁচে থাকা

জলপাই, অপছন্দ যে কারণে

আফসানা কিশোয়ার